বরিশালে র‍্যাবের বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেতা সেন্টুকে গুলি করে হত্যার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

বরিশালের পশ্চিম কাউনিয়া বাগানবাড়ীর মোঃ মশিউল আলম সেন্টুকে (৩৪) র‍্যাবের একটি দল ১৫ জুলাই ২০০৮ তারিখে ঢাকার নীলক্ষেত এলাকা থেকে আটক করে বলে প্রত্যক্ষদর্শী ও র‍্যাবের মাধ্যমে জানা যায়। আটকের পর সেন্টুকে র‍্যাব গুলি করে হত্যা করে বলে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। সেন্টুর পরিবারের পক্ষ থেকে আরো বলা হয়েছে, সেন্টুকে র‍্যাব ক্রসফায়ারের অজুহাতে হত্যা করবে এমন একটি গোপন পরিকল্পনার কথা একটি মাধ্যমে জানার পর তারা র‍্যাব-৮-এর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ৩০০,০০০ টাকা ঘুষ দিয়েছিলেন, যাতে তাঁকে হত্যা করা না হয়। অন্যদিকে, র‍্যাবের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আটকের পর সেন্টুর স্বীকারোক্তি মোতাবেক তাঁকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারে যাওয়ার পথে ১৬ জুলাই ২০০৮ ভোর ৪.১৫টার দিকে সেন্টুর সহযোগী ও র‍্যাবের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধের সময় সেন্টু 'ক্রসফায়ারে' নিহত হন।

পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে মানবাধিকার সংগঠন *অধিকার* ঘটনাটি সরজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে *অধিকার* কথা বলে

- নিহতের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- সেন্টুর লাশের ময়নাতদন্তকারী ডাক্তার
- এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ ও র‍্যাব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।

চায়না মমতাজ বেগম (৫০), সেন্টুর মা

চায়না মমতাজ বেগম *অধিকার*কে বলেন, তাঁর ছেলে সেন্টু ছাত্রদল নেতা ছিলেন। ১৫ জুলাই ২০০৮ সন্ধ্যা ৭.০০টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্র সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম মামুন মোবাইল ফোনে তাঁকে জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হলের সামনে থেকে র‍্যাব সেন্টুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। খবর শোনার পর তিনি বরিশালে র‍্যাব-৮-এ, টেলিফোনে যোগাযোগ করলে র‍্যাব-৮-এর কর্মকর্তা মেজর একেএম মামুনুর রশিদ মামুন র‍্যাবের হাতে সেন্টুর আটক হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন এবং তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন, সেন্টুর কোন সমস্যা হবে না। মমতাজ বলেন, ১৬ জুলাই ২০০৮ ভোর ৫.৩০টার দিকে তিনি টিএনটি কলোনিতে মেজর মামুনের বাসায় যান। মেজর মামুনের স্ত্রী তাঁকে জানান, মামুন বাইরে ব্যায়াম করতে গেছেন। তিনি আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করে বাড়ী চলে আসেন। সকাল ৬.০০টার দিকে তিনি মেজর মামুনের নম্বরে ফোন করলে মেজর মামুন তাঁকে সকাল ৯.০০টার দিকে র‍্যাব-৮-এর কার্যালয় যেতে বলেন। মেজর মামুন তাঁকে আরো জানান, র‍্যাব সেন্টুকে বরিশালে নিয়ে আসবে এবং তাঁর কোন সমস্যা হবে না। তিনি জানান, সকাল ৬.৩০টার দিকে তিনি লোকজনের মুখে শুনতে পান, কাশিপুরের বিল্লবাড়ীতে র‍্যাবের 'ক্রসফায়ারে' সেন্টু নিহত হয়েছেন। দ্রুত বিল্লবাড়ীতে গিয়ে তিনি দেখতে পান, রাস্তায় ৩টি র‍্যাবের গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে এবং পাশের ধান ক্ষেতে গুলিবিদ্ধ সেন্টুর লাশ পড়ে আছে। তিনি র‍্যাব সদস্যদের কাছ থেকে লাশ নিতে চাইলে র‍্যাব সদস্যরা তাঁকে বাড়ী চলে যেতে বলেন। দুপুর ২.৩০টার দিকে পৌর কমিশনার আওয়াল মোল্লা র‍্যাব ও পুলিশের কঠোর পাহারায় সেন্টুর লাশ নিয়ে আসেন। বিকাল ৫.০০টার দিকে লাশ দাফন হওয়ার পর র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যরা চলে যান। তিনি বলেন, সেন্টুর নামে কোন মামলা ছিল না। তবুও জরুরী অবস্থা জারীর পর র‍্যাব-৮-এর মেজর মামুন রূপাতলীর সুলতানের মাধ্যমে তাঁকে জানান, সেন্টুকে 'ক্রসফায়ারে' হত্যা করা হবে। মমতাজ বলেন, সেন্টুকে যাতে 'ক্রসফায়ারে' হত্যা করা না হয়, সেজন্য তিনি রূপাতলীর সুলতান ও দোলনের মাধ্যমে জুনের ১৯ অথবা ২০ তারিখে মেজর মামুনকে ৩ লাখ টাকা ঘুষ দিয়েছিলেন। র‍্যাব পরিকল্পিতভাবে তাঁর ছেলেকে হত্যা করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন এবং এ ঘটনার বিচার দাবী করেন।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম মামুন, গ্রেফতারের প্রত্যক্ষদর্শী

সৈয়দ মনজরুল ইসলাম মামুন *অধিকার*কে জানান, ছাত্রদল ১৫ জুলাই ২০০৮ খালেদা জিয়া ও ছাত্রদল নেতা হেলালের মুক্তি এবং খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে কোকোর চিকিৎসার দাবীতে সকাল ৯.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনশন কর্মসূচী পালন করেন। শান্তিপূর্ণভাবে অনশন পালন শেষে সন্ধ্যা ৭.০০টার দিকে নাস্তা করার উদ্দেশ্যে রিকশায় ওঠেন। তিনটি রিকশার মধ্যে প্রথম রিকশায় ছিলেন সেন্টু ও গাজীপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি হান্নান মিয়া। দ্বিতীয় রিকশায় জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সভাপতি পারভেজ মল্লিক এবং সাভার ছাত্রদলের সভাপতি তালাত মামুন। তিনি বলেন, তৃতীয় রিকশায় ছিলেন তিনি ও ঢাকা মহানগরী ছাত্রদলের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক মোঃ মিঠু। তাঁরা হাজী মোহাম্মদ মহসীন হল হয়ে বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সে যাচ্ছিলেন। রিকশা ৩টি স্যার এ এফ রহমান হলের সামনে পৌঁছালে র‍্যাব-৩ লেখা একটি সাদা মাইক্রোবাস পিছন থেকে এসে রিকশা থামানোর সংকেত দেয়। তাঁদের বহনকারী ৩টি রিকশা পাশাপাশি থামলে র‍্যাব সদস্যরা এক রাউন্ড ফাঁকা গুলি করেন। সঙ্গে সঙ্গে সেন্টু রিকশা থেকে নামলে র‍্যাব সদস্যরা তাঁর বাম পায়ে গুলি করেন। সেন্টু দৌঁড়ে পালানোর চেষ্টা করলে ৭/৮ জন র‍্যাব সদস্য সেন্টুকে ধরে রাস্তার উপর ফেলে অস্ত্রের বাট দিয়ে সেন্টুর ঘাড়ে আঘাত করতে থাকে। এক পর্যায়ে সেন্টু নিস্তেজ হয়ে পড়লে গামছা দিয়ে চোখ ও হাত বেঁধে র‍্যাব সদস্যরা তাঁকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে চলে যান। তিনি জানান, যখন র‍্যাব সদস্যরা ৩টি রিকশা ঘেরাও করছিলেন, তখন বাকী ৪ জন দৌঁড়ে পালালেও তিনি নিকটবর্তী নিলক্ষেত মোড়ের একটি দোকানে জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে এসব দৃশ্য দেখছিলেন। ১০/১৫ মিনিট পর তিনি মোবাইলে ফোন করে বরিশালে সেন্টুর মা চায়না মমতাজকে সেন্টুর গ্রেফতারের বিষয়টি জানান। ১৬ জুলাই ২০০৮ সকালে তিনি জানতে পারেন, র‍্যাব সেন্টুকে হত্যা করেছে। তিনি বলেন, র‍্যাব যাতে সেন্টুকে হত্যা না করে, সেজন্য সেন্টুর মা র‍্যাব-৮-এর মেজর মামুনকে ৩ লাখ টাকা দিয়েছিলেন।

খাদিজা বেগম (৩৫), সেন্টুর চাচী, জিয়া সরণি, মাতুয়াইল, ঢাকা

খাদিজা বেগম *অধিকার*কে বলেন, দীর্ঘ দিন ধরে সেন্টু তাঁর বাসায় বসবাস করে আসছিলেন। ১৫ জুলাই ২০০৮ সেন্টু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে সকাল ৭.০০টার দিকে বাসা থেকে বের হন। সন্ধ্যা ৭.০০টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল কর্মী সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম মামুন তাঁকে ফোনে জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হলের সামনে থেকে র‍্যাব সেন্টুকে আটক করে নিয়ে গেছে। রাতে তিনি র‍্যাব-৩সহ বিভিন্ন র‍্যাব অফিস ও থানায় সেন্টুর খোঁজ নেন, কিন্তু তারা তাঁকে জানায়, সেন্টুকে তারা আটক করেনি। খাদিজা বলেন, ১৬ জুলাই ২০০৮ সকালে তিনি জানতে পারেন, রাতে র‍্যাব সেন্টুকে হত্যা করেছে এবং বরিশালে বিল্ববাড়ী নামক স্থানে তাঁর লাশ ফেলে রেখে 'ক্রসফায়ারের' কথা প্রচার করছে।

রায়হান হাওলাদার রাজু (১৯), সেন্টুর চাচাতো ভাই, জিয়া সরণি, মাতুয়াইল, ঢাকা

রায়হান হাওলাদার রাজু *অধিকার*কে বলেন, ১৬ জুলাই ২০০৮ র‍্যাবের হাতে সেন্টুর নিহত হওয়ার খবর পেয়ে তিনি ও তাঁদের পরিবারের অন্য সদস্যরা বরিশালে যান। সেন্টুর লাশের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, তাঁর ডান পাঁজরে ১টি, বুকে ২টি ও বাম পায়ে ১টি গুলির চিহ্ন ছিল এবং ডান বাহুতে আঘাতের চিহ্ন ছিল। তিনি বলেন, এ ছাড়া তাঁর ঘাড় থেঁতলানো ছিল।

মর্জিনা বেগম (৪৭), বিল্ববাড়ী

মর্জিনা বেগম *অধিকার*কে বলেন, ১৬ জুলাই ২০০৮ ভোর ৪.০০টার দিকে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখেন বৃষ্টি হচ্ছে। বাইরে কোন কিছু ভিজে যাচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য তিনি ঘরের বাইরে আসেন। হঠাৎ লক্ষ্য করেন, রাস্তায় ৩টি গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে এবং র‍্যাবের পোশাক পরা ১০/১৫ জন লোক হাঁটাহাটি করছে। তিনি তখন ঘর থেকে তাঁর মেয়ে রত্নাকেও ঘুম থেকে ডেকে তুলে ঘটনাটি দেখান। মর্জিনা বলেন, তাঁরা ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে দেখেন, দুই/তিন জন করে র‍্যাব সদস্য একেক জায়গায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। রাস্তার এক পাশে ধানের ক্ষেত, অপর পাশে পানি ভর্তি নালা। মর্জিনার ভাষ্যমতে, র‍্যাব সদস্যরা রাস্তাটি ব্লক করে ২/৩ টি ফাঁকা গুলি করেন। এর পর তাঁরা বার বার গাড়ীর দরজা খোলেন আর বন্ধ করেন। তিনি বলেন, আবছা অন্ধকারে তিনি দেখতে পান, র‍্যাব সদস্যরা গাড়ীর ভিতর থেকে কী যেন বের করে ধরাধরি করে রাস্তার

পাশের ধান ক্ষেতে নিয়ে যান এবং ৪/৫ জন র‍্যাব সদস্য সেখানে জড়ো হন। কয়েক মিনিট পরেই তিনি বিকট শব্দে বেশ কয়েকটি গুলির শব্দ শুনতে পান। তিনি বলেন, এ ঘটনা দেখার পর থেকে তিনি আর ঘুমাতে পারছিলেন না। র‍্যাব ধান ক্ষেতে কী ফেলে এভাবে ফাঁকা গুলি করল তা জানাই ছিল তাঁর কৌতূহল। তিনি পানি আনার অজুহাতে কলসি নিয়ে একবার র‍্যাব সদস্যদের মাঝ দিয়ে পাশের আফজাল হোসেনের বাড়ী যান আবার ফিরে আসেন। তিনি দেখতে পান, ছাত্রদল নেতা সেন্টুর লাশ ধান ক্ষেতে পড়ে আছে, যেখানে তিনি র‍্যাব সদস্যদের অন্ধকারে কিছু একটা ধরাধরি করে নিয়ে যেতে দেখেছিলেন। তিনি জানান, র‍্যাব তাঁর কাছে লাশটি কার তা জানতে চাইলে ঝামেলা এড়ানোর জন্য তিনি চেনেন না বলে জানালে র‍্যাব তাঁকে জানায় লাশটি ছাত্রদল নেতা সেন্টুর। র‍্যাব তাঁকে জানায়, র‍্যাবের সঙ্গে গুলি বিনিময়কালে সেন্টু গুলিতে নিহত হয়েছেন। মর্জিনা বলেন, তখন ঘটনাস্থলে কোন অস্ত্র ছিল না, কিন্তু পরে র‍্যাব সদস্যরা গাড়ী থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে মাটিতে সাজিয়ে রাখে। সকাল ৭.০০টার দিকে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট এসে লাশটির সুরতহাল প্রতিবদন তৈরী করে। তিনি বলেন, যেখানে সেন্টুর লাশ রাখা ছিল, সেখানে কোন রক্ত ছিল না, দু'টি নতুন গামছা ছিল।

খালেদা বেগম (৪০), বিল্ববাড়ী

খালেদা বেগম *অধিকার*কে বলেন, ১৬ জুলাই ২০০৮ রাত ৪.০০টার দিকে তিনি বাইরে বের হয়ে দেখেন, বেশ কিছু র‍্যাব সদস্য তাঁর বাড়ীর পাশের রাস্তায় দাঁড়িয়ে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে ফাঁকা গুলি ছুঁড়ছে। তিনি বলেন, তিনি কোন রকম কথা বা চিৎকারের শব্দ শোনেননি। ভোর ৫.০০টার দিকে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান, রাস্তার পাশে ২টি নতুন গামছা পড়ে আছে এবং সেন্টুর লাশ রাস্তার পাশে ধানের ক্ষেতে পড়ে আছে।

মাহতাব (৫২), অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা, পশ্চিম কাউনিয়া বাগান বাড়ি

মাহতাব *অধিকার*কে বলেন, ১৬ জুলাই ২০০৮ সকালে তিনি সেন্টুর লাশ দেখতে ঘটনাস্থলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান, বেশ কয়েকজন র‍্যাব সদস্য এদিক সেদিক দাঁড়িয়ে আছেন এবং রাস্তার উপর কিছু অস্ত্র ও গুলি পড়ে আছে। তিনি আরো দেখতে পান, পাশের ধান ক্ষেতে সেন্টুর লাশ চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তিনি বলেন, ধান গাছ যেহেতু নষ্ট হয়নি, তাই লাশটি অন্য জায়গা থেকে এনে ধান ক্ষেতে শুইয়ে রাখা হয়ে থাকতে পারে বলে তাঁর মনে হয়েছিল। সেনাবাহিনীতে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন, সেন্টুর বুকে আঘাত করা গুলি দুটি সর্বোচ্চ গতি দুরত্ব থেকে আর পায়ের গুলিটি ১ থেকে দেড় ফুট দুরত্ব থেকে করা হয়েছিল বলে ক্ষতচিহ্নের ধরন দেখে তাঁর মনে হয়েছিল। তিনি বলেন, সেন্টুর ঘাড় থেঁতলানো অবস্থায় ছিল এবং বাম হাতটি ভাঙ্গা বলে মনে হচ্ছিল।

দোলন (২৫), রুপাতলী

দোলন *অধিকার*কে বলেন, মাস খানেক আগে সেন্টুর মা মেজর মামুনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, যাতে সেন্টুকে হত্যা করা না হয়। তিনি বলেন, সেন্টুর মাকে তিনি মেজর মামুনের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে ঘুষ লেনদেন হয়েছিল কি না সে ব্যাপারে তিনি কিছু জানতেন না।

মোঃ সুলতান (৩৯), রুপাতলী

মোঃ সুলতান *অধিকার*কে বলেন, সেন্টুকে ক্রসফায়ার করে হত্যা করা হবে এ ধরনের আলোচনা তিনি আগেই র‍্যাব সদস্যদের কাছ থেকে শুনেছিলেন। এ জন্য তিনি সেন্টুর মাকে মেজর মামুনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সহযোগিতা করেছিলেন, কিন্তু সেন্টুর মা ও মেজর মামুনের মধ্যে ঘুষ লেনদেনের ব্যাপারে তিনি কিছু জানতেন না।

এসআই স্বপন, কোতয়ালী থানা, বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ

এসআই স্বপন *অধিকার*কে বলেন, ১৬ জুলাই ২০০৮ সকাল ৮.০০টার দিকে ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুবুল করিম সেন্টুর লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরী করেন। সুতরহাল প্রতিবেদনকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, সেন্টুর

লাশটি ধান ক্ষেতে চিৎ হয়ে পড়েছিল। তাঁর বুকে দুটি গুলি লেগে পিঠ দিয়ে বের হয়ে যায় এবং বাম উরুতে একটি গুলি লেগে তা ভিতরে থেকে যায়। তিনি বলেন, যেখানে সেন্টুর লাশ পড়েছিল সেখানে কোন রক্ত ছিল না। এসআই স্বপন বলেন, সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরীর পর সকাল ৮.৩০টার দিকে র‍্যাবের পাহারায় তিনি ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। তিনি বলেন, র‍্যাবের পাহারায় ময়নাতদন্তের পর দুপুর ১২.০০টার দিকে সেন্টুর লাশ তাঁর আত্মীয়-স্বজনের কাছে হস্তান্তর হয়।

লেঃ কর্ণেল ইরশাদ, কমান্ডিং অফিসার, র‍্যাব-৮, বরিশাল

অধিকার-এর সঙ্গে আলাপকালে লেঃ কর্ণেল ইরশাদ সেন্টুকে খুনী, চাঁদাবাজ, এলাকায় ত্রাস সৃষ্টিকারী, নারী অপহরণকারী ও শীর্ষ সন্ত্রাসী হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্যে জানান, ১৫ জুলাই ২০০৮ তারিখে র‍্যাব-৮-এর একটি গোয়েন্দা দল ঢাকায় অবস্থান করছিল। গোয়েন্দা দল গোপন সুত্রে জানতে পারে সেন্টু ঢাকার পলাশী/কাটাবন এলাকায় অবস্থান করছেন। উক্ত সংবাদের ভিত্তিতে র‍্যাব-৮-এর ওই দলটি সন্ধ্যা ৭.০০টার দিকে তাঁকে আটকের জন্য ঢাকার কাঁটাবন এলাকায় অভিযান চালায়। গোয়েন্দা দল আটক করতে গেলে সেন্টু র‍্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় র‍্যাবও সেন্টুকে আটক করার জন্য পিছু ধাওয়া করে এবং এক পর্যায়ে তাঁরা সেন্টুকে আটক করে। র‍্যাব কর্মকর্তা বলেন, আটকের পর ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে সেন্টু স্বীকার করেন, তাঁর হেফাজতে বরিশালের বিভিন্ন এলাকায় অনেক অস্ত্র ও গোলাবারুদ রয়েছে। সেন্টুর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে র‍্যাব-৮-এর ওই দলটি সেন্টুকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারের জন্য বরিশালের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ১৬ জুলাই ভোর ৪.১৫টার দিকে বরিশাল শহরের কাশিপুর বিল্ববাড়ী এলাকায় পৌঁছালে সেন্টুর সহযোগীরা তাঁকে র‍্যাবের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য র‍্যাবের মাইক্রোবাসের উপর আক্রমণ করে এবং গুলিবর্ষণ শুরু করে। এমতাবস্থায় র‍্যাব সদস্যরা সরকারী সম্পদ এবং আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলিবর্ষণ করে। এ সময় সেন্টু র‍্যাবের মাইক্রোবাস হতে পালিয়ে যান। তিনি বলেন, এভাবে দু'পক্ষের মধ্যে ১০/১২ মিনিট গুলি বিনিময় চলার পর এক পর্যায়ে প্রতিপক্ষের গুলিবর্ষণ থেমে যায়। পরবর্তীতে র‍্যাব সদস্যরা ওই এলাকাটি চারপাশ থেকে ঘিরে রাখেন। ভোর হলে র‍্যাব সদস্যরা ঘটনাস্থলে সেন্টুর মৃত দেহ দেখতে পান এবং মৃত দেহ হতে কিছু দুরে প্রতিপক্ষের ফেলে যাওয়া অস্ত্র দেখতে পান। উক্ত ঘটনায় র‍্যাবের ব্যবহৃত মাইক্রোবাসটির দুপাশের জানালার কাঁচ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দুজন র‍্যাব সদস্য আহত হন।

ডাঃ হাবিবুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ

ডাঃ হাবিবুর রহমান *অধিকার*কে বলেন, সেন্টুর বাম হাঁটুতে একটি গুলি ঢুকে তা ভিতরে আটকে ছিল এবং বুকের দুপাশে দুটি গুলি ঢুকে অপর পাশ দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিল।

-সমাপ্ত-